OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 489 - 499
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

লোককথার স্বরূপ অন্বেষণ : ঐতিহ্যের আলোকে

ড. জুনেজার ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, পলাশি কলেজ, নদীয়া
Email ID : z.junazar.islam9874@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Folk Culture, Oral Tradition, Folk Tales, Verbal Art, Cultural Identity, Traditional Storytelling, lokokatha, lokosanskriti.

Abstract
The concept of "culture" is often misunderstood. Many people think of it only as entertainment like dance and music. As a result, the term "folk culture" is also not clearly understood by most. Educated urban society often shows little interest in folk elements. Yet today, folk culture has become more relevant and valuable, both academically and socially. Folk culture refers to the collective, traditional practices, beliefs, stories, and customs of common people, especially from rural areas. It is created and passed down orally across generations. Scholars like William John Thoms first coined the term "folklore" in 1846, which has been translated in many ways in Bengali by scholars such as Suniti Kumar Chatterjee, Ashutosh Bhattacharya, and others. Among the many Bengali terms, "lokosanskriti" (লোকসংস্কৃতি) is now the most widely accepted. A major part of folk culture is verbal art or oral literature, which includes folk tales, riddles, rhymes, folk songs, and plays. Among these, folk tales (locally known as lokokatha) are especially significant. They are traditional stories passed orally, often involving magical elements, moral lessons, and symbolic characters like animals, kings, and villagers. These stories reflect the values, beliefs, and imagination of rural communities. Folk tales are universal in theme, even though they arise from different cultures. They often teach moral lessons, promote justice, and provide inspiration. Over time, folk tales gave birth to modern storytelling and fiction. The study and collection of Bengali folk tales began during the 19th century, inspired by European interest. Books like Folktales of Bengal by Reverend Lal Behari Dey played a major role in documenting these tales. Today, folk tales continue to be an important part of Bengali literature and cultural identity.

Discussion

সত্য বলতে কি 'সংস্কৃতি' শব্দের সঙ্গে আমাদের মনে যে অর্থ ধরা দেয় তা সবসময় পরিচ্ছন্ন ও সুনির্দিষ্ট রূপে সকলের গ্রাহ্য হয় না। নানা জনে নানারকম ধারণা নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ সরলভাবেই নাচগান আমোদকেই সংস্কৃতির অর্থসীমায় বেঁধে ফেলেন। কাজেই লোকসংস্কৃতি শব্দের পারিভাষিক ধারণা তাদের মনে কখনো স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হওয়ার সম্ভাবনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আরও কমে যায়। শিক্ষিত ভদ্রসমাজের বৃহদংশ লোকবিষয়ে আদৌ আগ্রহী নন। অথচ এ যুগে ঘটনাক্রমে 'লোকসংস্কৃতি'র বাজারদর উপেক্ষণীয় নয়।[১]

'লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য' গ্রন্থে জীবেশ নায়ক যে মন্তব্যটি করেছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। কেন-না, লোকসংস্কৃতির প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর। উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজ থেকে পল্লির নিরক্ষর মানুষদের একটা বড়ো অংশ জেনে কিংবা না জেনে উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ কিংবা ক্রিয়া-কর্মে লোক-উপাদানকে লালন করে চলেছে। তাই লোকসংস্কৃতির প্রতি মানুষের এ ধরনের আকর্ষণকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না। এই জাতীয় আকর্ষণের অন্যতম কারণ হল, লোকসংস্কৃতির এই বিপুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার সমষ্টির সৃষ্টি। পল্লিসমাজ এর উৎপত্তিস্থল। তার মানে এই নয় যে, নগর জীবনে লোকসংস্কৃতি তৈরি হয় না। এটি খুবই স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। লৌকিক ধারা থেকে শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর বিকাশ হয় - যা সরলতার চৌহদ্দি অতিক্রম করে না। যাইহোক আলোচনার সুবিধার্থে লোকসংস্কৃতি বা গ্রামীণ সংস্কৃতি বা নিম্নসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের আরও গভীর এবং স্বচ্ছ ধারণার প্রয়োজন। সংস্কৃতি শব্দটির মতো লোকসংস্কৃতি শব্দটি নিয়েও পণ্ডিত মহলে ভিন্ন মত তৈরি হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট একটি গণ্ডীর মধ্যে ফেলে লোকসংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে লোকবিজ্ঞানী William John Thoms FOLKLORE কথাটি প্রথম উদ্ভাবন করেন। যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা লোকসংস্কৃতি শব্দটিকে সাধারণত মান্যতা দিয়ে থাকি। কিন্তু লোকসংস্কৃতিবিদগণ এর নানা প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন। যেমন - ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে লোকমান, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে লোকশ্রুতি, ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ এর অর্থ করেছেন লোকবিজ্ঞান, ড. সুকুমার সেনের মতে লোকচর্যা, ড. মযহারুল ইসলামের মতে লোকলোর, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে লোকচারণা, ড. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়ের মতে লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি। এখানে 'FOLK' এর অর্থ লোক শব্দটিকে অপরিবর্তিত রেখে 'LORE' এর অর্থের বিভিন্ন পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই বৈচিত্র্যময় প্রতিশব্দের মধ্যে লোকসংস্কৃতি শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসংস্কৃতি গ্রন্থের 'অনুবাদ প্রসঙ্গে' অংশে মন্তব্য করেছেন –

> "ভারতীয় ভাষায় 'FOLKLORE' শব্দটির সর্বজন গৃহীত কোন প্রতিশব্দ নেই: অনেকে অনেক রকম অনুবাদ করেছেন, কিন্তু কেউ কারো অনুবাদ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেননি। যদিও লোকসংস্কৃতি শব্দটি দিয়ে ইংরেজি ইংরেজি 'FOLKLORE' শব্দটির ভাব পুরোপুরি বুঝায় না, তথাপি শব্দটি এই অর্থে বহুল প্রচারিত হয়েছে বলে এই শব্দটিই এখানে গ্রহণ করা হল।"[২]

এখন প্রশ্ন হল, লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে লোক কারা? এখানে লোক শব্দটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেই আমরা লোকসংস্কৃতি-র মোটামুটি একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারব। লোক বলতে আমরা মূলত পল্লির নিরক্ষর মানুষদের বুঝি যারা একই রকম ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করে। এই গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষদের আজন্ম লালিত যে মৌখিক সৃষ্টি তাকেই সাধারণত লোকসংস্কৃতি বলা হয়। Maria leach এর সম্পাদিত 'Standard Dictionary of Folklore Mythology and legend' এ লোকসংস্কৃতির একুশটি সংজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। যার প্রায় প্রত্যেকটি সংজ্ঞাই উপরিউক্ত সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে।

আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হল লোককথা স্বরূপ সন্ধান। তবে এই আলোচনার পূর্বে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণার প্রয়োজন ছিল। কেন-না, লোককথা হল লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। যাইহোক, মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে লোককথা-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর একটি বিষয় জানা খুবই প্রয়োজন- তা হল verbal art বা মৌখিক শিল্প। এককথায় মৌখিক শিল্প হল পল্লির নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আজন্ম লালিত এক অপূর্ব সৃষ্টি - যা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে চলে। আর এ কারণেই verbal art বা মৌখিক শিল্পের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে এক লোকসংস্কৃতিবিদের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে –

> "Folkore has long been considered to be in oral transmission when oral transmission is emphasised, we emphasise the means of Folklore's orality. Oral transmission is applicable to verbal art only. Folklorist considered verbal art for a longtime as the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> replica of folklore and they neglected Material based folklore. But it is to be remembered that verbal art or folk literature is only a past of folklore. If folklore is considered to be a genus, then verbal art is a species of it, a part of folklore."[৩]

লোকসংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ মৌখিক অংশকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্য হিসেবে। আর এই মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলি হল লোককথা, ধাঁধা, ছড়া, প্রবন্ধ, লোকনাট্য, লোকসংগীত, গীতিকা প্রভৃতি। যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য অন্যতম উপাদান হল আমাদের আলোচ্য লোককথা। এই লোককথা-র প্রতিশব্দ নিয়েও পণ্ডিত মহলে বিরোধের অন্ত নেই। FOLKTALE এর বাংলা প্রতিশব্দ কোন লোকসংস্কৃতিবিদ কীভাবে করেছেন, তার, একটি তালিকা দেওয়া হল -

ক. ড. মযহারুল
ইসলাম → লোকগল্প বা লোককাহিনী
খ. মহম্মদ আব্দুল হাফিজ → লোককাহিনী
গ. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য → লোককথা: সংক্ষেপে কথা
ঘ ড. আশরাফ সিদ্দিকী → লোককথা বা লোককাহিনী
ঙ. ড. এনামুল হক → 'লোককথা' প্রভৃতি।

এখানেও লোকসংস্কৃতির মতো FOLK-এর বাংলা অর্থ লোক-কে অপরিবর্তিত রেখে TALE শব্দটির অর্থের সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তবে পরিবর্তন যাইহোক না কেন, FOLKTALE-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে লোককথা যে সবথেকে বেশি প্রচারিত ও প্রচলিত একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখি না। আবদুল খালেক তাঁর ফোকটেল বঙ্গীয় প্রতিশব্দ উদ্ভব ইতিহাস প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন –

> "বাংলা ভাষায় কথাসাহিত্যের এই মৌখিক ধারাটিকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি লোককথা বলে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত আমাদের লোকশিল্পীদের যাবতীয় কাহিনীমূলক রচনা এই লোককথা-র অন্তর্ভুক্ত, তা হতে পারে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা অথবা পুরাণকথা। এদিক দিয়ে বিচার করলে ইংরেজী ফোকটেল শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকবার প্রয়োজন পড়ে না। বরং লিখিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমরা বাংলা কথাসাহিত্যের মৌখিক ধারার নাম দিতে পারি লোককথা। বস্তুত বাংলা লোককথা ইংরেজী ফোকটেল-এর সার্থক প্রতিশব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়।"[৪]

এবার আসি লোককথা-র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে। লোককথা-র সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যে সকল লোকসংস্কৃতিবিদ্ প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কমবেশি একই কথা বলেছেন। তাঁদের সংজ্ঞায় বেশ কয়েকটি আবশ্যিক শব্দ দেখতে পাই। যেমন - মৌখিক, নিরক্ষর, ঐতিহ্যবাহী, প্রজন্ম পরম্পরা, অলিখিত প্রভৃতি। স্বাভাবিকভাবেই এই শব্দগুলি ব্যবহার না করলে লোককথা-র সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হল, কাকে আমরা লোককথা বলে চিহ্নিত করব। প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত হয়ে যে লোককাহিনি বা লোকগল্প নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে বৃহত্তর লোকমানসে মিশে যায়, তাকেই লোককথা বলা হয়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথা-র এমনই এক সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ গ্রন্থে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. ওয়াকিল আহমেদ লোককথা-র সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন-

> "পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোককাহিনী (Folktale) বলা হয়।"[৫]

পণ্ডিত মহলে লোককথা-র এই সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা খুব সহজভাবেই বলতে পারি, পল্লির নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর শ্রুতি পরম্পরায় মুখনিঃসৃত যে গল্পকাহিনি, তাকেই লোককথা বলে। যা ঐতিহ্যে বেঁচে থাকার মতো চরম ক্ষমতা রাখে। আর এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককথা একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, আমজনতার ফসল। লোককথা-র মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর আবেদনের মধ্যেও এক বিশ্বজনীনতার ছাপ দেখা যায়। আর এই

কারণে লোককথা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীতেই ছড়িয়ে আছে লোককথা। এর একটি অন্যতম কারণ হল অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা। দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মতে -

> "লোককথার যে বিষয়টি সকলকে বিস্মিত করে তা হল এর অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা। মানব সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক অসম বিকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। থাকতে পারে লোককথায় অলৌকিক চরিত্র, কিন্তু কখনোই এই স্থানে ধর্মীয় পক্ষপাত থাকে না।"[৬]

অর্থাৎ লোককথা পুরোপুরি ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত। লোককথা একই সঙ্গে সরল ও জটিল হতে পারে। মূল কাহিনির সঙ্গে এক বা একাধিক উপকাহিনিও থাকতে পারে। লোককথার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অসাধ্য সাধন। লোককথায় কোনো চরিত্র নাম সাধারণত দেখা যায় না, তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। এখানে বিজোড় সংখ্যার গুরুত্ব সব থেকে বেশি। লোককথায় পরিবারের ছোটোরাই সর্বাধিক প্রাধান্য পায়।

লোককথা-য় পরশ্রীকাতরতা, বৈরিতা, শঠতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি চরিত্রগত দোষের অগণিত সন্ধান পাওয়া যায়। তবে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্কের কাহিনি খুব বেশি নেই। কারণ হিসেবে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলেছেন-

> "বাংলা লোককথায় হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, শারীরিক নির্যাতন, বীভৎস প্রতারণা, নীচতা, হীনতা প্রভৃতি চরিত্রগত অসংখ্য ত্রুটির সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু নারী-পুরুষের দেহগত ব্যভিচারের কাহিনী খুব কম। কারণ, গ্রামীণ লোকসমাজে একধরনের সামন্ততান্ত্রিক অপরূপ মূল্যবোধ রয়েছে, একান্নবর্তী পরিবারের সুস্থ পরিবেশের প্রভাব রয়েছে।"[৭]

লোককথায় থাকে পথচলার প্রেরণা, ন্যায়-অন্যায় বোধ বা কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান। যাকে আমরা নীতিকথা বলতে পারি। বর্তমান বিশ্বে ঈশপের নীতিকথা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। প্রাণী জগতের মাধ্যমে, বিচারের মাধ্যমে, এমনকি হাসির ছলেও মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

লোককথায় পশুরা এক-একটি বিশেষ চরিত্র নিয়ে হাজির হয়। যেমন, শেয়াল খুব ধড়িবাজ, খরগোশ ভীষণ চটপটে, ভালুক বোকারাম প্রভৃতি। এছাড়া গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি লোককথায় প্রতীক চরিত্র হয়ে উঠেছে। লোককথায় রাজা, রানি, রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, বিচারক, মণ্ডল প্রভৃতি প্রধান চরিত্রের সন্ধান পাই। একইভাবে চোর, নাপিত, পুরুত ঠাকুর, কামার, কুমোর প্রভৃতি গরিব মানুষদেরও প্রধান ভূমিকায় দেখা যায়। লোককথার জগৎ যেমন বিশাল তেমনি বিস্ময়কর তার পরিধি। এই বিস্তৃত পরিসরের কারণে আধুনিক কথাসাহিত্যের সঙ্গেও এর বিপুল যোগ। লোককথার অন্তর্লোক বিচার করলেই বোঝা যায় আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে এর যোগ কতটা। তবে সবথেকে বেশি কথাসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। কেন-না লোককথা থেকেই আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্ম। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন –

> "পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত লোককথার (Folktales) ধারা অনুসরণ করিয়াই আধুনিক কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে লোককথারই একটি ধারা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেই জটিল জীবনের বাস্তব পরিচয়কে রূপ দিতে গিয়া আধুনিক কথাসাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে।"[৮]

ইউরোপীয়দের উৎসাহে এদেশের লোককথা সংগ্রহ অবশ্য শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই। বাংলা লোককথা সংগ্রহে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.)। তাঁর অন্যতম লোককথা সংকলন গ্রন্থ হল ইতিহাস মালা (১৮১২ খ্রি.)। একই বছর জার্মান থেকে দুই ভাই জেকব ল্যুড উইগ কার্ল গ্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রি.) ও উইল হেলম কার্ল গ্রীম (১৭৮৬-১৮৫৯ খ্রি.) ১৮১২ খ্রি. জার্মান ভাষায় লোককথার অমর গ্রন্থ Kinderund Hausmarchen (ইংরেজিতে Grimm's Fairy tale) প্রকাশ করেন। তবে রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র Folktales of Bengal (১৮৮৩ খ্রি.) প্রকাশিত হওয়ার পরই বাংলা লোককথা সম্পর্কে বাঙালিরা জানতে পারে। এই প্রয়াস সত্যিই বাঙালিদের কাছে এক অকল্পনীয় প্রাপ্তি। মূলত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হাত ধরেই লোককথার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। ড. মন্টু বিশ্বাস তাঁর সুন্দরবনের লোককথা-য় বলেছেন -

> “লোককথা চর্চা ও সংগ্রহের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হাত ধরে যে প্রয়াসের সূচনা হয়েছিল বর্তমানে তা প্রাচ্য লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষকদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে নব নব পথের দিশা যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনি তা ভবিষ্যতের দিকনির্দেশকও হয়ে উঠেছে যে পথে বাংলা লোককথাকে বিশিষ্ট করে তুলবে।”[৯]

এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলতে হয় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সংকলিত লোককাহিনি বিষয়ক গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা লোককথার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। এখানে কয়েকজন বিদেশীয়দের সংকলিত গ্রন্থের পাশাপাশি বাংলা লোককাহিনি বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করা হল –

ক. বিদেশীয়দের সংকলিত গ্রন্থগুলি হল -

১. জেমস হিনটন লোওলেস রচিত Folktales of Kashmir (১৮৮৬, লন্ডন)
২. ডক্টর এ. ক্যাম্বেল রচিত Santhal Folktales (১৮৯১)
৩. মিসেস রবার্টস রচিত Khasi Folktales (১৯১৪, লন্ডন)
৪. উইলফ্রিড ই ডেক্সটার রচিত Marathi Folktales (১৯৩৮, লন্ডন)
৫. থিওফিল এইচ টোয়েন্টিস রচিত Folktales of Chhatisgarh (১৯৩৮, নিউইয়র্ক) প্রভৃতি।

খ. বাংলা লোককথা বিষয়ক গ্রন্থগুলি হল -

১. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই (১৯১০)
২. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্য (১৯৫৪) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় কথা।
৩. দিব্যজ্যোতি মজুমদার রচিত আগুনের লোককথা (২০০১), লোককথার ঐতিহ্য (১৯৮৬), লোককথা (১৯৯৮), বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স (২০০৫), আদিবাসী লোককথা (২০০৭), আদিবাসী প্রেমের লোককথা (২০১২) প্রভৃতি।
৪. পল্লব সেনগুপ্ত রচিত লোককথার অন্তর্লোক (২০০০)
৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা) লোককথার সাতকাহন (২০১১)
৬. অন্তরা মিত্র রচিত জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার বিশ্লেষণ (২০০৪)
৭. সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) লোককথার বর্ণমালা (২০১৪
৮. মহাশ্বেতা দেবী (অনু) রচিত ভারতের লোককথা (১৯৯৮)
৯. ড. মন্টু বিশ্বাস রচিত সুন্দরবনের লোককথা (২০১২)
১০. প্রবীর সরকার রচিত পুরুলিয়ার রাঙামাটির লোককথা (২০১২) প্রভৃতি।

অবিভক্ত বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোককথা-র অন্যতম সংগ্রহকোষ হল শ্রদ্ধেয় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্য (৪র্থ খণ্ড)। তিনি সংগৃহীত লোককথার বিষয় বিন্যাস করেছেন নানাভাবে। যথা - অলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক কথা, নিষ্ঠুরতার কথা, নির্বুদ্ধিতার কথা, চতুরতার কথা প্রভৃতি। তাঁর সাধারণ বিশ্লেষণে স্পষ্টতই বোঝা যায় এইসব সংগৃহীত লোককথায় অখণ্ড বাংলার সমকালীন জীবনের চালচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে মনুষ্য জীবনের সমান্তরালে পশুপক্ষীর প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে। যাইহোক আধুনিক লোকতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এইসব লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স বিশ্লেষণের অনিবার্যতা স্বীকার করতেই হয়। প্রসঙ্গক্রমে টাইপ ও মোটিফ সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। প্রত্যেকটি লোককথার টাইপ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট টাইপ বেছে নিয়ে আমরা বুঝতে পারব বিশ্বের আর কোন কোন জায়গায় একই লোককথা প্রচলিত রয়েছে। আর মোটিফ হল প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মূল বিষয়।[১০]

এখন আমাদের গভীর প্রশ্ন জাগে, লোককথা-র (Folktale) উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে? লোককথার লিখিত রূপের সন্ধানে বিভিন্ন সময়ে গুণিজনেরা প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীন মিশরীয় সমাজে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের লোককথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মন্তব্য স্মরণে আসে -

> "প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষ্ণুশর্মা কিংবা পিলপে অথবা প্রাচীন গ্রীসের ঈশপ মৌখিক লোককথা সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তারও পূর্ববর্তী কালের লোককথার কি কোনো লিখিত নিদর্শন নেই? হরপ্পা কিংবা মহেনজোদারোর নগর যখন গড়ে উঠেছে তখন প্রয়োজন পড়েছে অসংখ্য শ্রমিকের। এরা গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছিল। কৃষি সভ্যতার সঙ্গেই এদের ছিল নাড়ীর যোগ। প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সের বিশাল প্রাসাদ মন্দির রঙ্গালয় প্রভৃতি যারা তৈরি করেছে, তারাও মূলত গ্রামীণ সমাজভুক্ত। প্রাচীন মিশরের পিরামিড কিংবা প্রাচীন ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান যারা গড়েছে তারাও ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায় থেকে আসা যুদ্ধবন্দী ক্রীতদাস শ্রমিক। দূর দূর গ্রাম থেকে তারা এসেছিল নগর সভ্যতার বনিয়াদ গড়তে। অবসর সময়ে তারা নিছক বিনোদনের জন্যও কি কোন লোককথা শোনাত না? গ্রামীণ জীবনের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা লোককথা কি এত সহজেই ভুলে যাওয়া যায়? ... পৃথিবীর প্রাচীন কাব্যগুলির প্রত্যেকটিরই আদি উৎস হল লোককাহিনী।"[১১]

এই উক্তি থেকে আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, লোককথার জন্ম হয়েছিল কীভাবে। তবে Myth যে গল্পের আকারে গড়ে উঠে একসময় লোককথা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে- একথা পল্লব সেনগুপ্ত স্বীকার করেছেন।

বাংলা লোকসাহিত্যের বিপুল সাম্রাজ্যে লোককথা-র অধিষ্ঠান নিঃসন্দেহে গৌরবের। লোক পরম্পরায় শ্রুতিনির্ভর এইসব লোককথা ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব তথা শৈলীতে ক্রমান্বয়ে লাভ করেছে শৈল্পিক লাবণ্য। লোককথার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে গুণিজনেরা নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। দিব্যজ্যোতি মজুমদার লোককথাকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন। যথা - ক) রূপকথা, খ) পশুকথা, গ) পরীকথা, ঘ) কিংবদন্তি, ঙ) ব্রতকথা, চ) লোকপুরাণ, ছ) গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনী।[১২] এগুলির মধ্যে কিংবদন্তি, লোকপুরাণ ও গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনিকে অনেকেই লোককথা বলতে রাজি নন। লোককথার এই বিভাগগুলি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি -

রূপকথা – 'লোককথা'-র মধ্যে সবথেকে প্রাচীন এবং জনপ্রিয় শাখা হল রূপকথা। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি Fairy tale। সাধারণ জনজীবনের দৈনন্দিন ঘটনার অভিঘাত, চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-বেদনার পরিচিত পরিধি থেকে দূরবর্তী এক স্বপ্নলোকেরই অপর নাম রূপকথা। যেখানে রাজা-রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যা, কোটালপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ-বস্তুতই শিশুদের কল্পনার পানসিতে ভর করে এক অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার বাসনাকে জাগিয়ে তোলে এবং রঙিন স্বপ্নলোকের জাল বুনতে সাহায্য করে। এককথায় বলা যায়, রোমান্সধর্মী ও কল্পনাশ্রয়ী মৌখিক গল্পই হল রূপকথা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক সমালোচকরা একে বলেছেন বাস্তব জীবন তাড়িত কল্পনাশ্রয়ী সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রূপকথার বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -

> "কোন অপুত্রক রাজা কোন দৈব উপায়ে এক পুত্র লাভ করিবেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই রাজপুত্র ভাগ্যের অন্বেষণে দেশান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে। অতঃপর নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক দুর্লভ রাজকন্যাকে লাভ করিবে। তারপর সেই রাজকন্যার অর্ধেক পিতৃরাজ্য লাভ করিয়া সেখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে থাকিবে। কোন কোন সময় তাহার নিজের পিতৃরাজ্যেও যে ফিরিয়া আসিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা পরবর্তী যোজনা মাত্র।"[১৩]

আবার রবীন্দ্রনাথ রূপকথা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা অসাধারণ -

> "রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে। সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই। ... যে আমাদের চিরকালের রাজপুকুর সে রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। ... মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। ... ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ- সে রাজপুত্তুর।"[১৪]

রূপকথায় থাকে একটি অন্তর্নিহিত অর্থ। লালবিহারী দে'র 'Folktale of Bengal' (1883) গ্রন্থের দ্বিতীয় কাহিনিটির নাম হল ফকির চাঁদ। এখানে দেখা যায়- রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রদের ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ। বলা যেতে পারে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি। যাত্রাপথে তারা অসহায় নিঃসঙ্গ। চারিদিক অন্ধকার। হঠাৎ তারা নতুন পথের সন্ধান পেল। নির্জন সেই স্থানে এক সুন্দরী রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেল। সে গভীর নিদ্রায় শায়িত। তার শিয়রে সোনার কাঠি ও পায়ে রুপোর কাঠি। এই রূপকথাটির বাহ্যিক রূপের আড়ালে অন্তর্নিহিত অর্থটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এখানে জাগ্রতের জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সুষুপ্তির জগতে যাত্রার কথা বলা হয়েছে- যা অনন্ত জীবনের প্রতীক।

অনিন্দ্যসুন্দর এইসব রূপকথায় থাকে Happy Ending। অনেক সময় অকারণ আনন্দে মন ভরে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে বলেছেন- অকারণ পুলক। রূপকথায় সব থেকে বেশি থাকে অলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া। প্রেম এবং নিয়তির মশলার মিশেলে রূপকথা এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে। এর মধ্যে থাকে ইচ্ছা পূরণের তাগিদ। রূপকথায় চরিত্রের নাম থাকে না। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে ডালিমকুমার প্রমুখের নাম আমরা পেয়েছি। এক যে ছিল রাজা গোছের বাক্য দিয়ে রূপকথা শুরু হয়। দুর্বল এবং সবলের দ্বন্দ্ব, অবশেষে দুর্বলের জয়লাভ-কোনো কোনো রূপকথায় দেখা যায়। এখানেই আমাদের মার্কসের শ্রেণি সংগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। রূপকথায় সর্বাপেক্ষা যে কনিষ্ঠ সেই একমাত্র সুখী হয়। প্রায় সমস্ত রূপকথার মধ্যেই একটা সমাজের সমাজচিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে -

> "সমস্ত রূপক ও বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।"[১৫]

রূপকথা সংগ্রহ ও চর্চার ক্ষেত্রে যাঁদের গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেগুলি হল - রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র-ফোকটেলস অব বেঙ্গল (১৮৮৩), দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭), ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে (১৯০৯), দাদামশায়ের থলে (১৯১৩) প্রভৃতি। এছাড়াও অম্বিকাচরণ গুপ্তের পিসীমার গল্প (১ম ১৩২০ বঙ্গাব্দ, ২য় ১৩২১ বঙ্গাব্দ), শিশুপত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সত্যচরণ চক্রবর্তীর ঠাকুরমার ঝোলা (১৯১৮), চন্ডীচরণ গুপ্তের ঠাকুরমার রূপকথা (২য় সংস্করণ, ১৯২১ খ্রি.), আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক লোকতাত্ত্বিক বর্ণনায় এইসব অবাস্তব কল্পকাহিনির টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স বিশ্লেষণকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে দিব্যজ্যোতি মজুমদারের বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদিও কালের বিবর্তনে রূপকথার মৌখিক সৃষ্টি রুদ্ধ। কিন্তু রূপকথার সঙ্গে ব্যক্তিমনের নিবিড়তা আজও অম্লান। এই সূত্রে যোগেন্দ্র গুপ্তের নাটক কীর্তিবিলাস (বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক) রূপকথা অবলম্বনে রচিত এবং গিরিশ ঘোষের ফণির ফণিও রূপকথা অবলম্বনে লেখা। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি বুদ্ধদেব বসুর মতো আধুনিক কবিদের রচনাতেও রূপকথার ছায়াপাত লক্ষ করার মতো। সুতরাং রূপকথা যে শুধুমাত্র শিশুর কল্পনালোকের বাসনাকে উস্কে দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে - একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। এখানে শিশু কৌতূহলী শ্রোতার কাজ করেছে মাত্র। লোককথায় সব থেকে বেশি স্থান জুড়ে আছে পশুকথা। ইংরেজিতে যাকে Animal tale বলা হয়। সাধারণত পশুপক্ষীর কাহিনি অবলম্বন করে যে সকল লোক-প্রচলিত গল্প গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শোনা যায়, তাকেই পশুকথা বলা হয়। তবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য একে পশুকথা না বলে উপকথা বলতে চেয়েছেন।

পশুকথা - তাঁর মতে, পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল কাহিনী রচিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে সাধারণভাবে বাংলার উপকথা বলা যাইতে পারে।[১৬]

উপকথা বা পশুকথা যাইহোক না কেন, এর কাহিনির উৎপত্তি পশুপাখিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সাধারণত এই শ্রেণির কাহিনির দুটি উদ্দেশ্য থাকে ক. কৌতুক সৃষ্টি, খ. নীতি প্রচার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঈশপের গল্প ছাড়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় লোকসাহিত্যে যে পশুপক্ষীর চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তা সম্পূর্ণ ভারতীয় লোক-ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে নেওয়া। বাংলা পশুকথায় যে সমস্ত পশুপক্ষী স্থান পেয়েছে তার মধ্যে শিয়াল-ই প্রধান। অবিমিশ্র পশুপক্ষী নিয়েই যে শুধুমাত্র পশুকথা রচিত হয়েছে, তা' নয়। অনেক সময় পশুপক্ষীর পাশাপাশি নরনারীও কাহিনির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, পশুকথার জন্ম হল কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ভয়-ভক্তি-অজ্ঞতা থেকেই পশুকথার জন্ম হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ পশুকে কখনো ভালোবেসেছে, কখনো ভয়ের বশবর্তী হয়ে দেবতার আসনে বসিয়েছে। আর এই অজ্ঞতার ফলে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী পশুকে নিয়ে নানান গল্পের জাল বুনেছে। পশু তাদের কাছে হয়ে গেছে পরিচালক ও অভিভাবক। এ প্রসঙ্গে দিব্যজ্যোতি মজুমদারের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য -

> "আদিম সমাজে পশু ছিল মানুষের পরিচালক ও অভিভাবক। অরণ্যচারী মানুষের পথ-প্রদর্শক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কুকুর, শিকারের সময় তাদের পরিচালক।"[১৭]

আবার পশুকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে নানা বিশ্বাস-সংস্কার তৈরি হয়েছে। যা এক ধরনের অজ্ঞতা। দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মতে -

> "দুর্গম এলাকায় যাওয়ার সময় আজও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী সঙ্গে রাখে পশুর দেহের কোনও হাড় কিংবা পশুর প্রতিমূর্তি। এ অলক্ষ্যে তাকে পথ দেখাবে বলে তাদের বিশ্বাস। মৃত্যুর পরেও পশু মানুষকে পথ দেখিয়ে স্বর্গে নিয়ে যায়।"[১৮]

বাংলায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই গ্রন্থে পশুকথার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পশুকথার পশুরা এক একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গল্পের মধ্যে হাজির হয়। যেমন - ধূর্ত শেয়াল, বোকা কুমীর এবং বাঘ, বুদ্ধিমান বাঁদর, নির্বোধ গাধা প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রতারক-প্রবঞ্চক-ঠগ হিসেবে ধূর্ত শেয়ালকেই চিহ্নিত করা যায়। অমলিন হাস্যরস এ জাতীয় গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে পশুকথাগুলি নিতান্তই হাস্যরসের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাবে না। এগুলি সমাজ বাস্তবতার এক আশ্চর্য দলিলও বটে। পিলপের নীতিকথা, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে এরূপ পশুকথার অজস্র উদাহরণ মিলবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গল্পটি হাঁস ও কাকের গল্প। গল্পটি এইরকম -

> "এক কাক হাঁসের সর্দারকে আকাশে ওড়ার জন্য বলল- 'কে সব থেকে ভালো কৌশলে আকাশে উড়তে পারবে'। হাঁস অসম্মতি জানালে কাকের দেমাক বেড়ে গেল। তখন কাক হাসতে হাসতে বলল- 'আমি একশো রকমের ওড়া জানি।' অবশেষে হাঁসটি কাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে শুরু করল। গভীর সমুদ্রের ওপর উড়তে উড়তে একসময় কাক ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। মানস সরোবরের হাঁস দেখতে পেয়ে কাকাটিকে উদ্ধার করল।"[১৯]

পশুকথাটি মহাভারতের কর্ণ পর্বে রয়েছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই পশুকথাটি শুনিয়েছিলেন। অহংকারের পতন গল্পটির মূল বিষয়। সবল ব্যক্তিকে দুর্বল ব্যক্তিও যে কখনও কখনও পরাজিত করতে পারে, উক্ত গল্পটি তার অন্যতম নিদর্শন। এমন সমাজ বাস্তবতা আরও অনেক পশুকথায় দেখা যায়।

পরীকথা - রূপকথা, পশুকথার মতো এত বিস্তৃতি পরীকথায় নেই। মিশরে, আরবে পরীকথার সন্ধান মিলেছে। কিন্তু বাংলায় পরীকথা আমরা তেমনভাবে পাই না। পরীদের নিয়ে লোকগল্প বাংলায় দেখা যায় না বললেই চলে। সুতরাং পরীকথা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা না বাড়ানোই উচিত।

কিংবদন্তি - খ্যাতনামা লোকবিজ্ঞানী ড. রিচার্ড এম ডরসন তাঁর ফোক লিজেন্ড অব জাপান-এ কিংবদন্তি বা লিজেন্ডকে লোককাহিনি বলেছেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিংবা ঘটনা নিয়ে কিংবদন্তি রচিত হয়। তবে কিংবদন্তি একই সঙ্গে সত্য-মিথ্যা দুই-ই হতে পারে। লোককথার ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায় না।

যাইহোক ইতিকথা বা Legend বা কিংবদন্তি হল এপিক-এর ভিত্তি। ব্যক্তি বিশেষের অলৌকিক চরিত্র মহিমা, আত্মহত্যা কিংবা জাতির কোনো বীরত্বমূলক কাহিনি বর্ণনায় এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কাহিনিগুলির সঙ্গে কিছু প্রাচীন সংস্কারও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 489 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যুক্ত হয়। ইতিকথা সাধারণত চরিত্র প্রধান রচনা। তবে এর একটি চরিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মহীপালের গীত, রাজা রঘুর পালা কিংবা জৈত্যা হিরালীর কাহিনিতে কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও এর আদিরূপ কিংবদন্তির মতো। এদের মধ্যে ধর্মমঙ্গল অন্যতম। এ বিষয়ে আমাদের স্মরণে রাখা দরকার যে, যা আনুপূর্বিক ইতিহাস তা ইতিহাসই- ইতিকথা নয়। যা ইতিহাস ও কল্পনা উভয়ের মিশ্র উপাদানে রচিত তাই-ই কিংবদন্তি বা ইতিকথা বা Legend।

ব্রতকথা - মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ব্রতকথা নিজগুণে গুণান্বিত। বাংলার ব্রতিনীদের মুখে মুখে লৌকিক দেবদেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তনের রূপ নিয়েছে এই ব্রতকথা। স্রষ্টা যেহেতু ব্রতিনী, তাই দেবদেবীদের গুণকীর্তনের সমান্তরালে এখানে নারীমনের প্রকাশ ঘটেছে। ব্রতকথা নারীর নিজস্ব সম্পদ বলেই তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজাতীয় তুচ্ছতার দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন ছিল। তবে ব্রতের ধর্মীয় আবেষ্টনী ও আচারগত দিকের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েও দীর্ঘাকার এই মৌখিক সৃষ্টিকে বঙ্গরমণীর বিশিষ্ট ক্ষমতারই পরিচয় বলে মান্যতা দিতে হয়।

ব্রতকথা-র অজস্র সংকলন পাওয়া গেছে। যদিও প্রত্যেকটি ব্রতের প্রামাণ্য দলিল কি না সন্দেহের বিষয়। তবে বাংলার ব্রত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিভিন্ন কাহিনির সমাহার, কাহিনিগত উৎকণ্ঠা (Suspences) তাঁর বইয়ের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনি বলেছেন ব্রত দু-প্রকার। যথা - শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রত। তবে শাস্ত্রীয় ব্রতের এখন সেভাবে হদিশ না মিললেও মেয়েলি ব্রত এখনও বঙ্গরমণীর হৃদয়ে বেঁচে রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে -

> "দুই থাকে বিভক্ত এই মেয়েলি ব্রত, যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধহয় এবং যার মধ্যে হিন্দুপূর্ব এবং হিন্দু এই দুই ধর্মের একটা আদান-প্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি।"[২০]

আবার মেয়েলি ব্রত সম্পর্কে আরও বলেছেন -

> "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।"[২১]

ব্রত অনুষ্ঠানের দেবদেবী শাস্ত্রীয় নয়, লৌকিক- একথার আভাস আমরা পূবেই দিয়েছি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে-

> "ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে সকল দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহারা কেহই হিন্দু পুরাণোক্ত দেবদেবী নহেন। অনেক সময় তাহাদের নাম দেখিয়া এই ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু নামে কিছুই আসিয়া যায় না। দেবদেবীদিগের প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নামে নহে, তাহাদের আচরণে। অতএব লক্ষ্মী নাম দেখিলেই তিনি পৌরাণিক বিষ্ণুর সমুদ্রমন্থনোত্তবা পত্নী বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখি না।"[২২]

লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে এই যে অনুষ্ঠান, যার সামাজিক মূল্য অপরিসীম। দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি ব্রতকাহিনিগুলিতে ব্যক্ত হয়। ব্রত কথায় পার্থিব জগতের কাহিনি ফুটে ওঠায় ধর্মীয় ভাবমুক্ত হতে পেরেছে। সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় এর নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম - একথা ড. বিজনকুমার মণ্ডল স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বর্গবাস নয়; সচ্ছল গৃহবাসই এখানে বড়ো কথা। সুখ-শান্তি, সাফল্য-কামনা বঙ্গরমণীদের একমাত্র লক্ষ্য- সর্বোপরি এটাই মূল কথা।

লোকপুরাণ - লোকপুরাণ প্রাচীন ও অবিশ্বাস্য। সৃষ্টির উদ্ভব, ধর্মের উদ্ভব, দেবদেবীর উদ্ভব প্রভৃতি লোককথার মতো করে প্রাচীনকাল থেকে আদিম লোকসমাজ বর্ণনা করে আসছে লোকপুরাণ। এই লোকপুরাণ ব্রতকাহিনির সঙ্গে অনেকটা সম্পৃক্ত। ধর্মীয় আবেদনই এর মূল কথা। এ প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্য স্মরণযোগ্য -

> "আদিম ঐ কাহিনীগুলির মধ্যে সমকালীন- ধর্মবিশ্বাস এবং দেবী প্রত্যয়ের ভূমিকা ছিল অসামান্য। তাই প্রায়শই এই কাহিনীগুলিতে দেবতা বা দেবতাস্থানীয় (পিতৃপুরুষ: টোটেম ইত্যাদি) কোন চরিত্রের ভূমিকা

> হতো অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহদের সৃষ্টি করা ঐ গল্পগুলিতে তাই দৈবশক্তি এবং অলৌকিকতার গুরুত্ব ছিল অসাধারণ মাত্রায়।"[২৩]

গীতিকা - গীতিকা সুরের সাম্রাজ্যে বিচরণ করলেও কাহিনি রসই এর মূল কথা। সাধারণত গীতিকার মূল বিষয় নারীর অসুখী প্রেম। অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ভারাক্রান্ত নয় বলে গীতিকাগুলি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। তবে যেহেতু গীতিকাগুলি শব্দ, ছন্দ, সুর, তাল ব্যঞ্জনায় এক সুসমন্বিত শিল্পরূপ সেহেতু একে লোককথা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। কিংবদন্তি, লোকপুরাণ ও গীতিকাকে লোককথা বলা যায় কি না, তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সর্বোপরি এই বিতর্ককে এড়িয়ে গিয়েই বলা যায়, নির্ভেজাল লোককথার বিপুল ঐশ্বর্য একেবারেই অবহেলার বিষয় নয়। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি শহুরে মানুষদের কাছেও ক্রমাগত ছুটে চলেছে এই লৌকিক সাহিত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা লোককথার প্রচ্ছন্ন পদচারণা লক্ষ করেছি। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে লোককথা যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তা অনস্বীকার্য।

প্রথমেই বলেছি উনিশ শতক থেকে লোককথা সংগ্রহ আমাদের দেশে শুরু হয়েছিল। এই শতকেই লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শোভনা দেবী প্রমুখ পণ্ডিতগণ লোককথা সংগ্রহের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত লোককথা থেকে সাম্প্রতিককালে গবেষণা চলছে। গবেষকরা সংগ্রহের কাজেও ব্রতী হচ্ছেন। যার ফলে লোকসাহিত্যের এই উজ্জ্বল রত্ন ভাণ্ডারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শুধু সংগ্রহ নয়; লোককথাগুলি বিশ্লেষণও হচ্ছে। যেমন-ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি, টাইপ-মোটিফ পদ্ধতি, মনঃসমীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি প্রভৃতি। এইভাবে লোককথার সংগ্রহ-বিশ্লেষণ হতে থাকলে আগামী দিনে লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার আরও পূর্ণ হতে বাধ্য। আর এর ফলেই লোককথার মাধ্যমে মানবিক-মানসিক সেতুবন্ধনও ঘটে যায়। পরিশেষে দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মন্তব্য দিয়েই এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে পারি -

> "লোককথার সম্পদ মানুষের বিশ্বজনীন সীমানাহীন মানবিক উত্তরাধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মানবিক-মানসিক সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে লোককথা।"[২৪]

Reference:

১. নায়ক, জীবেশ, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০১০, পৃ. ১

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি (অনুবাদ প্রসঙ্গে), সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৪, পৃ. ০০

৩. Chakraborty, Dr. Barun Kumar, Essays of Folkloristics, Kolkata, Sujan Publication, 2002, p. 70

৪. খালেক, আবদুল, ফোকটেল বঙ্গীয় প্রতিশব্দ উদ্ভব ইতিহাস, সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), লোককথার বর্ণমালা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ১২

৫. আহমদ, ওয়াকিল, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পাদনা-ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটারস, ২০০৪, পৃ. ৪৯৪

৬. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ-ইনডেক্স, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৫, পৃ. ১৭.

৭. তদেব, পৃ. ১৫১-১৫২

৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৬, পৃ. ২৩

৯. বিশ্বাস, ড. মন্টু, সুন্দরবনের লোককথা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৪৮

১০ মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬১

১১. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, লোককথার ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, পৃ. ১-৩

১২. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬১

১৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪, পৃ. ৪২৪

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লিপিকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ('রাজপুত্তুর', আশ্বিন, ১৩২৮), ১৩৭৭, পৃ. ৬৮-৭২

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, রূপকথা, প্রাক্ স্নাতক বাংলা পাঠপর্ষৎ কর্তৃক সংকলিত, একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তিত সংস্করণ, জুলাই ২০১০, পৃ. ৪৮

১৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ. ৩৪৭

১৭. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ-ইনডেক্স, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৬

১৮. তদেব, পৃ. ৬

১৯. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, লোককথার ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৩-৪৬

২০. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২০১০, পৃ. ০৫

২১. তদেব, পৃ. ৬

২২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ. ৩৫৮-৫৯

২৩. সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০১, পৃ. ৩

২৪. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, লোককথার ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৯